Keywords:
Confidence/faith
Planning
Effort
Calm

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

12 July 2024 / 6 Muharram 1446H

শত দুশ্চিন্তাতেও নবী করিম(সঃ)এর অবিচল আত্মবিশ্বাস

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، وَجَعَلَ المُحَرَّمَ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ تَذْكِيرًا لِحُرْمَتِهِ لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَنَابَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الكَرِيمُ الوَهَّابُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي اصْطَفَاهُ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً نَنَالُ بِهَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الحَشْرِ وَالحِسَابِ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ، أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা হিজরীর এই নতুন বছরে আমাদের সকলের অন্তর স্বচ্ছ করুন এবং তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই গত রাতে বা আজ সকালে সুরা ইয়াসীন পাঠ করেছেন এবং এর ৯ নম্বর আয়াতটিও হয়তো পড়ে থাকবেন। এই আয়াত থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? যারা এই আয়াতটি সম্পর্কে অবহিত নন, তাদের জন্য বলছি যে এই আয়াতটি আমাদের নবী করিম (সঃ) এর মদীনাতে হিজরত করার সঙ্গে সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এখানে বলেছেন,

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

অর্থঃ: ***আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি*** *এবং* ***ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না।***

এই ঘটনাটিতে কুরাইশদের সম্পর্কে বলে হয়েছে যখন তারা নবী করিম (সঃ) কে হত্যা করতে চেষ্টা করছিল এবং যখন তিনি নিজ গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। কুরাইশরা কেন তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন? কারণ তারা ইসলামের বানী বা বার্তাগুলি যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলা সুবহানাহু তা

আলার নিকট ইবাদত করতে বলা হয়েছে সেগুলিকে ঘৃণা করছিলেন।

যাহোক, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কৃপায় এবং নবী করিম (সঃ) এর সুনিপুন পরিকল্পনায় তিনি সেইবার এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটির কথাই বলা হয়েছে এই ৯ নম্বর আয়াতে যেটা আমরা আজকে পাঠ করলাম।

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই জানেন, কুরাইশদের হাতে নিপীড়নমূলক আচরণের জন্য আমাদের নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল। আজকে আমি

আপনাদের নিকট এই হিজরতের ঘটনাটিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজকের খুতবায় মূল তিনটি বিষইয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথমতঃ আলোচনা করব পরিকল্পনার দিকটিঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হিজরত করার পরিকল্পনাটি খুবই নিপুনভাবে তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতের পরে তিনি তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হিজরত করার পূর্বে বাড়ি ছাড়ার আগে তিনি হযরত আলী বিন আবু তালিবকে বলেছিলেন নবীজী (সঃ) এর বিছানায় শুয়ে থাকতে যেন শত্রু পক্ষ বুঝতে পারে যে তিনি বাড়ী ছাড়েন নি, বিছানাতেই শুয়ে আছেন। নিজের সবরকম প্রচেষ্টায় নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরেই তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ওপর নির্ভর করেছিলেন বলেই তিনি সফল হতে পেরেছিলেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, নিজের প্রয়োজনে একটি সুবিবেচনাপূর্ণ পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছাড়া কোন কাজে শুধু মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা বলে কিছু নেই।

নবী করিম (সঃ) বলেছেন, " যে কাজ করে ভাল কিছু পেতে চাও , তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো আগে, তারপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে সাহায্য চাও। এর পরে আর অসহায় বোধ করবে না। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

দ্বিতীয়তঃ সাহায্য এবং সহযোগিতা নেওয়ার এবং দেওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই দুনিয়াতে একাকী বাস করবেন না। মানুষ হিসাবে আমাদের অন্যের সাহায্য নেয়া এবং অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য প্রদান করা জরুরী যেমন হযরত আলী (রাঃ) আমাদের নবী করিম হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্য করেছিলেন। একইভাবে, সাইয়েদেনা আবু বকর (রাঃ) আমাদের নবীজীর সঙ্গে মক্কায় পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গী হতে রাজী হয়েছিলেন এবং নবীজী (সাঃ) এর সঙ্গে তিনি থর গুহায় একত্রে লুকিয়ে ছিলেন।

এবং যে মুহূর্তে কুরাইশরা থর গুহার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল এবং তাঁদের দুজনকে ধরে ফেলার উপক্রম করল তখন সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রাঃ) খুবই বিচলিত হয়ে পরেছিলেন সেই মুহূর্তে নবী করিম (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে মানসিক শক্তি যুগিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই বলে শান্ত করেছিলেন যা সুরা আত তওবার ৪০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছে,

لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ

অর্থঃ " বিষন্ন হয়ো না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাহায্য আমাদের সঙ্গে আছে।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের নবীজীর ধর্ম বিশ্বাসের ওপর আস্থা এবং নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল কতই না গভীর! শত্রুর হাতে ধরা পরার মুহূর্তে জীবন যখন আশংকাজনক, সেই মুহূর্তেও প্রাণ বাঁচানোর সকল প্রচেষ্টার পরে নবীজী (সঃ) ছিলেন শান্ত এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতের ভরসায় অবিচল।

এ ঘটনাটি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা নিজেদের জীবনের দিকে তাকাতে পারি। বিপদের সময়ে আমাদের মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ওপর কতটা ভরসা থাকে? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস কি আমাদের বার বার চেষ্টা করার ব্যাপারে এবং তারপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? নাকি আমরা শুধু হাল ছেড়ে বসে থাকি এবং হতাশ হয়ে পড়ি?

ভাই ও বোনেরা আমার,

তৃতীয়তঃ এবং সবশেষে আলোচনায় আনব, আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর সাহায্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই হলেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জানেন তাঁর বান্দার জন্য সবচেয়ে ভাল কি। আমাদের কর্তব্য হল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেদেরকে উন্নত করা। আমাদের প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর আদেশের প্রতি বিশ্বাসের ফলে আমরা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েও শান্ত থাকতে পারব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা

কুরআনের সুরা আত-তাগাবুন এর ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

যার অর্থঃ "আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন দুর্যোগই আপতিত হয় না। এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।"

আমরা যেন আমাদের নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের হিজরতের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারি। এবং আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আস্থার অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পারি এবং সবসময় তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি।

ইয়া আল্লাহ, আপনিই তো মানুষের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কাজেই আপনি আমাদের অন্তরে আপনার প্রতি ঈমানকে শক্তিশালী করুন। ইয়া হাদি, ইয়া রাশিদ, আপনি আমাদেরকে আপনার ধর্মে অটুট থাকার পথ প্রদর্শন করুন। ইয়া কাওয়ি, ইয়া মাতিন, জীবনের সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার শক্তি দান করুন। ইয়া হাকিম, ইয়া ওয়াদুদ, আমাদেরকে সেই জ্ঞান দান করুন যা দিয়ে আমরা শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারব এবং আপনার সকল সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা দেখাতে পারব। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাদের অনেক পাপ যা সমুদ্রের ফেনার মত সেগুলিকে আপনি ক্ষমা করুন, এবং সেগুলিকে আমাদের প্রার্থনার প্রতিবন্ধক হতে দিবেন না। হে প্রভু, আপনি তো আপনার দূর্বল ও নির্বোধ বান্দাদের আর্জি শোনেন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.